(চ) বাংলা : গুজরাত অধিকারের পর আকবর পূর্ব ভারতের দিকে নজর দেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর বাংলা কার্যত স্বাধীন হয়ে যায়। শের শাহের শাসনকালে বিহারের শাসক ছিলেন আফগান নেতা সুলেমান কররানি। বাংলা ও ওড়িশা জয় করে তিনি স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করছিলেন। পাটনা, হাজিপুর ও রোহতাস দুর্গ তাঁর দখলে ছিল। বাংলার শাসকগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করলেও তাঁরা মোগল বাদশাহের প্রতি একটি ক্ষীণ আনুগত্য বজায় রাখতেন। কিন্তু সুলেমানের পুত্র দাউদ খান নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে দাবি করেন। তিনি নিজের নামে খুৎবা পাঠ করেন ও সিক্কা প্রচলন করেন। বাংলা ও বিহারের আফগানরা ঐক্যবদ্ধ হলে আকবরের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারত। জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খান সসৈন্যে পাটনা পর্যন্ত অগ্রসর হলেও শক্তিশালী আফগানদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। গুজরাত সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে আকবর স্বয়ং বাংলার উদ্দেশে রওনা হন। হাজিপুর ও পাটনা অধিকার করে তিনি বাংলা পর্যন্ত দাউদ খানের পশ্চাদ্ধাবন করেন। মুনিম খানের হাতে সেনা অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করে আকবর আগ্রায় ফিরে যান। মুনিম খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ১৫৭৫ খ্রি.-এর মার্চ মাসে তিনি তুকারই-এর যুদ্ধে দাউদকে পরাস্ত করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মুনিম খানের মৃত্যু হলে মোগল-আফগান দ্বন্দ্ব পুনরায় শুরু

হয়। দাউদ খান পুরানো রাজধানী তান্ডা অধিকার করে নেন। পরবর্তী মোগল শাসনকর্তা হুসেন কুলি খান-ই-জাহান ১৫৭৬ খ্রি.-এ দাউদ খানকে পরাজিত ও নির্মমভাবে হত্যা করেন। দাউদ খানের মৃত্যুর ফলে মোগলরা আফগানদের বিরুদ্ধে বড়ো সাফল্য অর্জন করলেও ওড়িশা, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে আফগান প্রতিরোধ জাহাঙ্গীরের শাসনকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

রিচার্ড ইটন দেখিয়েছেন, বঙ্গ বিজয়ের এক বছর পূর্বে আকবর মনসবদারগণ তাদের পদ অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘোড়া রাখছেন কি না তা সত্যপ্রতিপাদনের এবং মনসবদারদের হাত থেকে ভূমীরাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনার সিদ্ধান্ত নেন ফলে মোগল আমলাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বিক্ষুব্ধ আমলাদের বাংলাদেশে বদলির প্রথার ফলে এই অঞ্চলেই মোগল কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়। ১৫৭৯ খ্রি.-এ বাবা খান কাকশাল ও মাসুম খান কাবুলির নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হয়। দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার হিন্দু জমিদাররা স্বাধীন হয়ে যায়। বিহারের বিক্ষুব্ধ মনসবদারগণও মোগল কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। পূর্ববঙ্গে (মোগলরা যাকে 'ভাটি' বলত) মোগলবিরোধী অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে প্রাচীন নগর সোনারগাঁও-এর নিকট কাত্রাবোর মুসলমান রাজন্য ইশা খানকে ঘিরে। ১৫৮৬ খ্রি.-এ রাল্‌ফ ফিচ নামে জনৈক ইংরেজ বণিক ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য শুরু করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে সেখানে আকবরবিরোধী বহু বিদ্রোহীর অস্তিত্ব ছিল। ওই অঞ্চল নদী ও দ্বীপে ভরা হওয়ায় তারা সহজেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে পালিয়ে বেড়াত। মোগল অশ্বারোহী তাদের নাগাল পেত না। বিদ্রোহীদের প্রধান ছিলেন ইশা খান। তাঁর সঙ্গে, ফিচের ভাষায়, 'অন্যান্য রাজারা'ও ছিলেন। 'অন্যান্য রাজারা' বলতে বাংলার 'বারো ভুঁইয়াদের' দের বোঝানো হয়েছে।* ১৫৮৪ খ্রি.-এ ইশা খান মোগল শাসনকর্তাকে এক নৌযুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। তিনি মোগল কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিলেও পরবর্তী পনেরো বছর প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করে যান। ১৫৮৬ খ্রি.-এ মোগল সেনাপতিগণ চট্টগ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হলে সেখানকার আরকানী শাসক তাঁদের হাতি ভেট হিসাবে পাঠান। ইশা খানও মোগলদের প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন। তবে পূর্ববঙ্গে কোনো মোগল প্রশাসন গড়ে ওঠেনি।

১৫৯৪ খ্রি.-এ আকবর রাজা মান সিংহকে বাংলায় পাঠান। রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করে তিনি সসৈন্যে আরও পূর্বে অগ্রসর হন। ফরিদপুর জেলার ভুসনার জমিদার কেদার রাই, কুচবিহারের রাজার ভ্রাতা পাৎকুয়ঁর নারায়ণ মোগলদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে ইশা খানের পক্ষ অবলম্বন করেন। ১৫৯৭ খ্রি.-এ ইশা খান মাসুম খান কাবুলির

সঙ্গে একযোগে মান সিংহকে এক নৌযুদ্ধে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে মান সিংহের পুত্র নিহত হন। এর মাত্র দুবছর পর ইশা খানের মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র দাউদ আফগানদের সহায়তায় প্রতিরোধ চালিয়ে যান। কেদার রাই মঘ নামে পরিচিত আরাকানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মেঘনার মোহানা অঞ্চল পর্যন্ত লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে যান। ১৬০২খ্রি.-এ মান সিংহ ঢাকায় তাঁর সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে বাংলার পরিস্থিতি মোগলদের অনুকূল হয়ে ওঠে। ইশা খানের মৃত্যুর ফলে তাঁর আফগান অনুগামীগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। মান সিংহের আক্রমণে দাউদ সোনারগাঁও-এ বিতাড়িত হন, কেদার রাই নিহত হন, আরাকানীরা নিম্ন বদ্বীপ থেকে সড়ে যায়, শক্তিশালী আফগান নেতা উসমান খান ময়মনসিংহের অরণ্যে আশ্রয় নেন। আবুল ফজলের রচনার ভিত্তিতে রিচার্ড ইটন দেখিয়েছেন, ১৫৯৯ থেকে ১৬০৩ খ্রি.-এ মধ্যে বাংলায় মোগল শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা মানসিংহের মন স্বস্তি লাভ করে। থানাগুলি সুযোগ্য ব্যক্তিদের দায়িত্বে অর্পণ করে তিনি ঢাকায় ফিরে যান। ১৬০৫ খ্রি.-এর গোড়ায় অসুস্থ আকবরকে দেখতে তিনি আগ্রা প্রত্যাবর্তন করেন।